SATISH CHANDRA MEMORIAL SCHOOL
TEST ON CASE STUDY
Subject: Bengali Class- XI. FM- 14

নিচের অনুচ্ছেদদুটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করো। **(1×7)×2**

A) ভুটান দক্ষিণ এশিয়ার একটি ছোট কিন্তু ব্যতিক্রমধর্মী দেশ। এটি ভারতের উত্তর-পূর্বে এবং চীনের তিব্বত অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত। হিমালয়ের কোলে গড়ে ওঠা এই দেশটি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শান্তিপূর্ণ জীবনধারা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। ভুটানের রাজধানী থিম্পু এবং এখানকার রাষ্ট্রভাষা জোংখা। ভুটানকে প্রায়ই "গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস"-এর দেশ বলা হয়। কারণ এই দেশ অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি মানুষের সুখ , মানসিক শান্তি , পরিবেশ সংরক্ষণ ও সংস্কৃতির ভারসাম্যকে সমান গুরুত্ব দেয়। ভুটানের সরকার মনে করে, শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নয়—মানুষের সার্বিক কল্যাণই প্রকৃত উন্নতির মাপকাঠি। এই দেশের একটি বড় অংশ জঙ্গল ও পাহাড়ে আচ্ছাদিত। পরিবেশ রক্ষায় ভুটান অত্যন্ত সচেতন। সংবিধান অনুযায়ী দেশের অন্তত ৬০ শতাংশ ভূমি বনভূমি হিসেবে সংরক্ষিত রাখতে হয়। ফলে ভুটানে দূষণ তুলনামূলকভাবে কম এবং জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ। ভুটানের সমাজব্যবস্থায় বৌদ্ধ ধর্মের গভীর প্রভাব রয়েছে। এখানকার মানুষ সাধারণত শান্ত, শালীন ও অতিথিপরায়ণ। আধুনিকতার ছোঁয়া থাকলেও ভুটান তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অটুট রেখেছে। সীমিত পর্যটন নীতির মাধ্যমে দেশটি প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

1. ভুটানের 'গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস' ধারণাটি কোন দৃষ্টিভঙ্গিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়?
A. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
B. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন
C. মানবিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য
D. শিল্পায়নের প্রসার

2. ভুটানের সীমিত পর্যটন নীতি থেকে কোনটি যুক্তিসংগতভাবে অনুমান করা যায়?
A. দেশটি পর্যটকদের নিরুৎসাহিত করে
B. দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নে আগ্রহী নয়
C. দেশটি দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নে বিশ্বাসী
D. দেশটি আধুনিকতার বিরোধী

3. ভুটানের সংবিধানে বনভূমি সংরক্ষণের বিধানটি মূলত কোন সমস্যার প্রতিরোধ করে?
A. জনসংখ্যা হ্রাস
B. রাজনৈতিক অস্থিরতা
C. পরিবেশগত অবক্ষয়
D. সাংস্কৃতিক সংঘাত

4. ভুটানের সমাজব্যবস্থায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব থাকার ফলে কোন সামাজিক মূল্যবোধটি বেশি লক্ষ করা যায়?
A. ভোগবাদ
B. প্রতিযোগিতা
C. সহনশীলতা ও সংযম
D. আক্রমণাত্মক মনোভাব

5. Assertion (A): ভুটানের উন্নয়ন মডেল অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের থেকে আলাদা।
Reason (R): ভুটান উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে কেবল জাতীয় আয়কে গুরুত্ব দেয়।
A. A সত্য, R মিথ্যা
B. A মিথ্যা, R সত্য
C. A ও R উভয়ই সত্য এবং R, A-এর ব্যাখ্যা
D. A ও R উভয়ই মিথ্যা

6. Assertion (A): ভুটানে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে একটি ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায়।
Reason (R): ভুটান আধুনিক উন্নয়ন গ্রহণ করলেও সংস্কৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দেয়।
A. A ও R উভয়ই সত্য এবং R, A-এর সঠিক ব্যাখ্যা
B. A ও R উভয়ই সত্য, কিন্তু R ব্যাখ্যা নয়
C. A সত্য, R মিথ্যা
D. A মিথ্যা, R সত্য

7. নিচের কোন বক্তব্যটি ভুটান সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে?
A. ভুটান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ
B. ভুটান সুখকে উন্নতির মানদণ্ড হিসেবে দেখে
C. ভুটানের সীমিত উন্নয়ন নীতি দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ধীর করতে পারে
D. ভুটানে পরিবেশ দূষণ কম

B. ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ ছিলেন ভারতীয় ইতিহাসের এক অসাধারণ যোদ্ধা , প্রশাসক ও জাতীয়তাবাদের প্রতীক। ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে পুনের শিবনেরী দুর্গে তাঁর জন্ম। মাতা জিজাবাই ও গুরু দাদাজি কোন্দদেবের কাছ থেকে তিনি নৈতিকতা, শাসননীতি ও দেশপ্রেমের শিক্ষা লাভ করেন। শিবাজীর মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশি শাসনের অত্যাচার থেকে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা।

তিনি প্রচলিত বৃহৎ সেনাবাহিনীর পরিবর্তে দুর্গকেন্দ্রিক যুদ্ধনীতি ও গেরিলা কৌশল (গণিমি কাবা) প্রয়োগ করেন , যা তাঁকে মুঘল ও আদিলশাহি শক্তির বিরুদ্ধে সফল করে তোলে। শিবাজী শুধু একজন সেনানায়ক নন , তিনি ছিলেন দূরদর্শী শাসকও। তাঁর প্রশাসন ছিল সুসংগঠিত ও জনকল্যাণমুখী। কৃষকদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ তিনি বন্ধ করেন এবং ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করেন।

১৬৭৪ সালে রায়গড় দুর্গে তিনি ছত্রপতি হিসেবে অভিষিক্ত হন। তাঁর রাজত্বে নারী , ধর্মস্থান ও সাধারণ প্রজাদের নিরাপত্তা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। শিবাজীর জীবন শিক্ষা দেয় —সাহস, আত্মসম্মান ও সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দুর্জয় শক্তিকেও পরাস্ত করা যায়। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় তাঁর আদর্শ আজও প্রাসঙ্গিক।

1. শিবাজীর রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি ছিল—
A. সাম্রাজ্য বিস্তার
B. ব্যক্তিগত ক্ষমতা
C. স্বরাজ ও জনকল্যাণ
D. ধর্মীয় আধিপত্য

2. 'গণিমি কাবা' কৌশল বলতে বোঝায়—
A. নৌযুদ্ধ
B. দুর্গ রক্ষণ
C. গেরিলা যুদ্ধনীতি
D. সম্মুখ সমর

3. শিবাজীর প্রশাসনকে জনকল্যাণমূলক বলা যায় কারণ—
A. তিনি কর বাড়িয়েছিলেন
B. কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন
C. সামন্তদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন
D. ধর্মীয় আইন চালু করেছিলেন

4. শিবাজীর শাসনব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল—
A. ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা
B. নারী ও ধর্মস্থানের সুরক্ষা
C. সামরিক শাসন
D. কেন্দ্রীভূত মুঘল প্রশাসন

5. শিবাজীর সাফল্যের প্রধান কারণ হিসেবে কোনটি বেশি কার্যকর?
A. বৃহৎ সেনাবাহিনী
B. বিদেশি সাহায্য
C. কৌশলগত দক্ষতা ও নেতৃত্ব
D. প্রাকৃতিক সম্পদ

6. Assertion (A): শিবাজী একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন।
Reason (R): তিনি সুসংগঠিত রাজস্ব ও সামরিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন।
A. উভয়ই সত্য এবং R, A-এর সঠিক ব্যাখ্যা
B. উভয়ই সত্য কিন্তু R সঠিক ব্যাখ্যা নয়
C. A সত্য, R মিথ্যা
D. A মিথ্যা, R সত্য

7. অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিবাজী ইতিহাসে স্মরণীয় কারণ—
A. তাঁর বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য
B. তাঁর স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শের জন্য
C. তাঁর ধর্মীয় কঠোরতার জন্য
D. তাঁর মুঘল সহযোগিতার জন্য